তারিখ ..26 MAR 2016... ...
পৃষ্ঠা ···১০ কলাম ···২·····

প্রথম আলো

সোহাগীর জন্য ন্যায়বিচার

খুনি-নির্যাতক যে-ই হোক, শাস্তি দিন

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী ও থিয়েটারকর্মী সোহাগী জাহান (তনু) হত্যার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের জন্ম হয়েছে সমাজে। ধারণা করা হচ্ছে, ধর্ষণের চেষ্টার পর তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। একের পর এক ধর্ষণ ও হত্যার ধারাবাহিকতায় এটি এক মর্মান্তিক ও ন্যক্কারজনক ঘটনা। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে বা যারাই থাকুক, তাদের শাস্তি নিশ্চিত করার দায় এখন সরকারের।

গত রোববার রাতে কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসের ভেতরের একটি কালভার্টের কাছের ঝোপে সোহাগীর লাশ পাওয়া যায়। সোহাগীকে উত্ত্যক্ত করা হতো বলে তাঁর নিকটাত্মীয়রা জানিয়েছেন। সুতরাং, সন্দেহের আলামত ধরে তদন্ত পরিচালনার কাজে দেরি করার সুযোগ নেই। এ ঘটনা সাম্প্রতিক নারী নির্যাতনের ঘটনাবলির মধ্যে এক মর্মান্তিক কালো বিন্দু হিসেবে সবার মনে দাগ কেটেছে। আমরা আশা করব, কুমিল্লার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে সোহাগীর হত্যাকারীদের খুঁজে বের করবে এবং শাস্তির জন্য আদালতে সোপর্দ করা হবে।

অস্বীকার করা যাবে না যে আমাদের সমাজে-পরিবারে নারী নির্যাতনের ঘটনা বিচ্ছিন্ন বিষয়-নয়। সমাজের মধ্যে নারীর অবস্থান প্রান্তিক। এর মধ্যে যাঁরা কম অবস্থাপন্ন, সেসব নারীর ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা কম আলোচিত হয়। এবং বিচারের দোরগোড়ায় ধরনা দেওয়ার সুযোগও তাঁদের কম। পাশাপাশি পুরুষপ্রধান সমাজে নারী নির্যাতনের প্রতিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা অনেক। এ সবকিছুর সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি প্রশাসনের শিথিলতাও নারীর নিরাপদ জীবনের জন্য আশ্বাস বয়ে আনে না।

সোহাগীর ওপর নির্যাতন ও হত্যার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে কুমিল্লাবাসী। ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও শিক্ষার্থীরাও অবিলম্বে নির্যাতনকারী ও খুনিকে খুঁজে বের করে শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন। এসব প্রতিবাদ আমলে নিয়ে পুলিশ সত্যি সত্যিই দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী তদন্ত সম্পন্ন করবে, সেটাই এই মুহূর্তের দাবি।